গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার জানুয়ারি, ২০২৪ এর কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	১৬ জানুয়ারি ২০২৪
সভার সময়	দুপুর ১২.০০ টা
স্থান	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (প্রশাসন-৩) শাখাকে অনুরোধ জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-৩) আলোচ্যসূচি মোতাবেক বিষয়বস্তুসমূহ নিম্নরুপে উপস্থাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :

১) ডিসেম্বর, ২০২৩ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন :

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
সভাকে জানানো হয়, ডিসেম্বর, ২০২৩ এর কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা হয়। লিখিত কিংবা মৌখিকভাবে কোনো প্রকার সংশোধনী পাওয়া যায়নি। সুতরাং কার্যবিবরণীটি দৃঢ়ীকরণ করা যেতে পারে।	সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হলো।	---
সভাকে আরো জানানো হয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ সিস্টেমে নির্দেশনা এবং প্রতিশ্রুতির হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতি মাসে আপলোড করা হচ্ছে।	প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ সিস্টেমে হালনাগাদ অগ্রগতি আপলোড অব্যাহত রাখতে হবে।	**প্রশাসন-৩ শাখা**

২। **মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট নির্দেশনাসমূহ :** মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সভাকে জানান যে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ৯টি নির্দেশনা রয়েছে। এর মধ্যে ৬টি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত **(বাস্তবায়নের হার ৬৬.৬৭%)**। তিনি অবশিষ্ট ৩টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপে উল্লেখ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত

নির্দেশনা-১	**(ক) আন্তঃসংস্থার সমন্বয়ে মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী, সেবনকারী, মজুতকারীর বিরুদ্ধে মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে।**	(১) ডিসেম্বর, ২০২৩-এ ৯ হাজার ৫৭০টি অভিযান পরিচালনা করে ২ হাজার ৪৮২ জন আসামির বিরুদ্ধে ২ হাজার ৩৩৭টি মামলা দায়ের করা হয়। এছাড়া আন্তঃসংস্থার সমন্বয়ে ডিসেম্বর, ২০২৩ এ ২৮০টি যৌথ অভিযান পরিচালনা করে ৩০ জন আসামির বিরুদ্ধে ২৬টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।	(১)মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী আন্তঃসংস্থার সমন্বয়ে অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং অভিযান পরিচালনার বিস্তারিত তথ্যাদি প্রতি মাসের সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)**
	(খ)মাদকবিরোধী প্রচারণা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং এ বিষয়ে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে।	(২) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক একটি "সমন্বিত এ্যাকশন প্লান" প্রস্তুত করা হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০২৩ এ ২০টি সভা/সেমিনার, ৯৪টি আলোচনা সভা/শ্রেণি বক্তৃতা, ২২টি কারাগারে কারাবন্দিদের নিয়ে আলোচনা সভা, ১৫টি প্রিন্ট মিডিয়া ও ১৬টি ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় মাদকবিরোধী বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়েছে। সর্বস্তরের জনসাধারণকে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে ২২২টি মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কিত পোস্টার, ২৭,৯৪০টি ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কিত লিফলেট, ১,৫৩২টি মাদকবিরোধী স্টিকার, ১০৭টি মাদকবিরোধী ফেস্টুন, ৮,৪৪০টি মাদকবিরোধী স্লোগান সংবলিত কলম, ৪,২৪০টি মাদকবিরোধী স্লোগান সংবলিত খাতা, ২,৫১৫টি মাদকবিরোধী স্লোগান সংবলিত স্কেল, ২,৮২৫টি মাদকবিরোধী স্লোগান সংবলিত জ্যামিতি বক্স, ৩৬৫টি মাদকবিরোধী স্লোগান সংবলিত টি-শার্ট, ১৭০টি মাদকবিরোধী স্লোগান সংবলিত টিস্যু বক্স, ৩৩৬টি মাদকবিরোধী স্লোগান সংবলিত ব্যাগ, ১২০টি মাদকবিরোধী স্লোগান সংবলিত মগ, ৬৬টি মাদকবিরোধী স্লোগান সংবলিত ছাতা ও ৩২০টি মাদকবিরোধী স্লোগান সংবলিত এক্রিলিক-পিভিসি বোর্ড বিতরণ করা হয়েছে।	(২)মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ বিষয়ে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে আরও বেশি সম্পৃক্ত করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)**
	(গ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "Modernization of DNC" প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে। (তারিখ : ২১.০১.২০১৯, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ)	(৩)মডার্নাইজেশন অব ডিএনসি প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি ২২/৮/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিভাগে ডিপিপি'র উপর যাচাই বাছাই সভা ৭/১১/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম চলমান।	(৩)মডার্নাইজেশন অব ডিএনসি প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের পরবর্তী কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)**

নির্দেশনা-২	**মাদকাসক্তদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তেজগাঁওস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে ট্রেনিং সুবিধাসহ পূর্ণাঙ্গ নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে রূপান্তর করা ও পর্যায়ক্রমে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত সকল জেলায় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন ও বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে কঠোর নজরদারির মধ্যে আনতে হবে। (২০.০১.২০১৯, সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	১(ক) "কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ" প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ করা হবে। ১(খ) কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের জন্য চিফ কনসালটেন্ট প্রেষণে নিয়োগ/পদায়নের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়।	১.কাজের যথাযথ গুণগত মান নিশ্চিত করে "কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ" প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে। ২.কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের জন্য চিফ কনসালটেন্ট প্রেষণে নিয়োগ/পদায়নের প্রস্তাব আগামী ১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)**
		(২)'৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যাবিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ' প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনের নিমিত্ত ০২/০১/২০২৪ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।	(২)৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)**
		(৩) প্রতিটি জেলা শহরে মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে ৮টি বিভাগের ৯টি জেলায় (গোপালগঞ্জ, কুমিল্লা, বগুড়া, নাটোর, মেহেরপুর, পটুয়াখালী, হবিগঞ্জ, নেত্রকোণা, দিনাজপুর) প্রতিটিতে ১০০টি বেড সংখ্যা এবং ৫ একর জমির পরিমাণ নির্ধারণ করে মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৫ একর জমি নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	(৩) জেলা শহরে মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)**

		(৪)ডিসেম্বর, ২০২৩ এ ৩৬৯টি বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মধ্যে ৭৮টি কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়েছে।	(৪) বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)**
নির্দেশনা-৩	**মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। (তারিখ-২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়):**	(১) "মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ২৫/০৫/২০২৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে সংশোধিত ধারণাগত মাস্টারপ্ল্যান ২৯/১১/২০২৩ তারিখে স্থাপত্য অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।	১) ডিপিপি চূড়ান্ত করে আগামী ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ)**

৩। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর : মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর জানান, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ১৬টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি আছে। তন্মধ্যে ৯টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে**(বাস্তবায়নের হার ৫৬.২৫%)**। তিনি অবশিষ্ট ৭টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপে উল্লেখ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
নির্দেশনা-১	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। (তারিখ-২০.০১.২০১৯; সম্মেলনকক্ষ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	(১) "ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২)" শীর্ষক প্রকল্পটি ৩১/১০/২০২৩ তারিখে একনেক সভায় কতিপয় শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে অনুমোদিত হয়েছে। চলতি অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ সংকোচনপূর্বক জি.ও. জারির নিমিত্ত ০১/০১/২০২৪ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	১)একনেক সভায় অনুমোদিত প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতি মাসে সভাকে অবহিত করতে হবে। **বাস্তবায়নে : অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর**

নির্দেশনা-২	**গ্যাপ-এরিয়া এবং গ্রোথ সেন্টারসমূহে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন চালু করতে হবে। প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নকালে লোকবলের সংস্থান রাখতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে লোকবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ এমনভাবে প্রদান করতে হবে যাতে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই সেটি চালু করা যায়। (তারিখ-২০.০১.২০১৯), স্থান-সম্মেলনকক্ষ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	(১)দেশের উত্তরাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫৭টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদনসহ ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের যাচাই-বাছাই সভা ০৪/০২/২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।	১)দেশের উত্তর অঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর**
		(২) দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানাসদর/স্থানে ৫২টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদনসহ ডিপিপি প্রণয়ন করে ১৯/১০/২০২৩ তারিখে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ২৮/১১/২০২৩ তারিখে প্রকল্পের যাচাই-বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	২)দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫২টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর**
		(৩) ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৪৭টি (৪৪টি নতুন ও ৩টি পুনর্নির্মাণ) ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পটির অনুমোদন গ্রহণের নিমিত্ত এ বিভাগ হতে ২৯/১০/২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৮/১২/২০২৩ তারিখে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	৩) ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ করে প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর**

		(৪) দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৫৯টি (৫১টি নতুন ও ৮টি পুননির্মাণ) ফায়ার স্টেশন স্থাপন/পুননির্মাণ প্রকল্পের মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে ০৩/১০/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডিপিপি পুনর্গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	৪)প্রস্তাবিত ৫৯টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন/পুনঃনির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পটির পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে দ্রুত প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর**
নির্দেশনা-৩	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। (তারিখ ২০.০১.২০১৯):স্থান-সম্মেলনকক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	(১) এ বিভাগ হতে ২৪/৬/২০২৩ তারিখে কিছু পর্যবেক্ষণসহ ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণ করার জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়। প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে মার্চ, ২০২৪ এর মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	১) পুনর্গঠিত ডিপিপি চূড়ান্ত করে দ্রুত সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর**
নির্দেশনা-৪	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিদ্যমান পদসমূহের নাম পরিবর্তন এবং জেলা পর্যায়ের ১০ম গ্রেডের পদসমূহ ৯ম গ্রেডে উন্নীত করার বিষয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে। (তারিখ ২০.০১.২০১৯): স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	(১) সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনের প্রস্তাব ২০/১১/২০২৩ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	১) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন অনুমোদনের নিমিত্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**
নির্দেশনা-৫	**(ক) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতায় স্পেশালাইজড ইউনিট গঠন করতে হবে; (খ) যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়টি বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। (তারিখ-২০.০১.২৯ স্থান-সম্মেলনকক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়):**	(১) ১০টি স্পেশালাইজড ইউনিট (FARSOW) গঠনের লক্ষ্যে এবং টিম সংখ্যা (হ্যাজমাট) বৃদ্ধিসহ নতুন সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্তি করে ১৩টি কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ৭৩টি বিশেষায়িত অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার ইউনিট মোতায়েন নামে প্রকল্পটি নামকরণ করে প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদনসহ ডিপিপি প্রণয়ন করে ৩১/১০/২০২৩ তারিখে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে কতিপয় পর্যবেক্ষণসহ ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।	১) স্পেশালাইজড ইউনিট গঠনের নিমিত্ত দ্রুত ডিপিপি প্রণয়ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর**

নির্দেশনা-৬	**নানারকম দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (তারিখ-১৩.০৩.২০১৪) স্থান: রমনা, ঢাকা।**	(১) দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত "মর্ডানাইজেশন এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স"শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি ১১/৯/২০২৩ তারিখে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের যাচাই-বাছাই কমিটির সভা ২২/১০/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	১) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে এমন প্রকল্পসমুহের ডিপিপি দ্রুত প্রণয়নপূর্বক প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর**
নির্দেশনা-৭	**বন্যা/দুর্যোগ মোকাবেলা এবং শিক্ষার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে দুর্যোগ প্রবণ উপজেলায় স্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র-কাম-পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন এবং একই প্রকৃতির এলাকার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অর্গানোগ্রামে একটি ডুবুরি দল অন্তর্ভুক্তকরণ। (তারিখ-০৭.০৫.২০১৫) স্থান : রমনা, ঢাকা)**	ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্পের অধীনে ডুবুরি ও সহায়ক পদসহ ১৩৪টি পদ সৃজনের পৃথক প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ০৩/১০/২০২৩ তারিখে ৯২টি পদ রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনের সম্মতি জ্ঞাপন করে। এ বিভাগ হতে ১০/০১/২০২৪ তারিখে উক্ত পদসমূহ সৃজনে সম্মতি প্রদানের জন্য অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়।	১) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ডুবুরী ইউনিট সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পদ সৃজনের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**
প্রতিশ্রুতি-১	**সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী, তাড়াশ ও কামারখন্দ উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে। (তারিখ-০৯.০৪.২০১১) স্থান:সিরাজগঞ্জ সদর)**	(১) চৌহালী উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপনের নিমিত্ত প্রস্তাবিত ৫৯টি (৫১টি নতুন ও ৮টি পুনঃনির্মাণ) ফায়ার স্টেশন স্থাপন/পুনঃনির্মাণ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে ০৩/১০/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	১)৫৯টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি দ্রুত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর**
প্রতিশ্রুতি-২	**কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট, রৌমারী ও রাজীবপুর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন করতে হবে। (তারিখ-০৬.০৩.২০১০; স্থান কুড়িগ্রাম)**	ভুরুঙ্গামারী উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপনের নিমিত্ত প্রস্তাবিত ৫৯টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পটি অনুমোদন গ্রহণের জন্য ১৪/০৮/২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে ০৩/১০/২০২৩ তারিখে প্রকল্পের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি)'র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম চলমান।	১)৫৯টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি দ্রুত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান /মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর**

৪। কারা অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি : কারা অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক সভাকে জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কারা অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ২৭টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তন্মধ্যে ১৫টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে **(বাস্তবায়নের হার ৫৫.৫৬%)**। তিনি অবশিষ্ট ১২টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপে উল্লেখ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
নির্দেশনা-১	**কারা অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। (তারিখ: ২০.০১.২০১৯, স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	(১) প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য ২৪/০৭/২০২৩ তারিখে ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৯১টি যানবাহন ক্রয়ের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের পূর্বানুমতি/সুপারিশসহ পত্র প্রেরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুরোধ জানানো হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে এ বিভাগ হতে ২৩/১০/২০২৩ তারিখে অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	১) ভৌত অবকাঠামো বিভাগ এবং অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর**
নির্দেশনা-২	**কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। (তারিখ: ২০.০১.২০১৯- স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়**	(১)বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ প্রকল্পের মাস্টারপ্ল্যান ও ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ১৪/০৮/২০২৩ তারিখে স্থাপত্য অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। স্থাপত্য অধিদপ্তরের যাচিত তথ্যাদি (একাডেমিতে কতজন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে) ২২/১১/২০২৩ কারা অধিদপ্তর হতে স্থাপত্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।	১)বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর**
নির্দেশনা-৩	**কেরাণীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগার স্থানান্তরের পর কারাগারের বিদ্যমান জায়গায় শীঘ্রই নতুন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে । বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার জুন, ২০১৫ এর মধ্যে কেরাণীগঞ্জে স্থানান্তর এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাভ্যন্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর জনগণের জন্য উন্মুক্তকরণ এবং জনসাধারণের জন্য মনোরম পার্ক নির্মাণ এবং কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের কল্যাণে বহুতল পার্কিং সিনেপ্লেক্স, ফুডকোর্ট, সুইমিংপুল, ফিটনেস সেন্টার, কনভেনশন সেন্টার সুবিধাসহ কারাকল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে। (তারিখ-০৭.০৫.২০১৫, স্থান: রমনা, ঢাকা)।**	(১)পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্পের কাঙ্খিত অগ্রগতি অর্জনের জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। **ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৩১%।** জোন-বি এর চক কমপ্লেক্স'র Ground Floor এর ছাদের ঢালাই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। **কাজের অগ্রগতি ৮৫%।** জোন-সি এর ওয়ার্কশপ জোন (সাব জোন-১) এর আরসিসি কলাম এবং শিয়ার ওয়াল এর কাজ শেষ হয়েছে। **কাজের অগ্রগতি ৭৭%**। কারা উদ্যান (সাব জোন-২) এর পদ্ধতিগত খনন ও প্রিকাস্ট পাইল ড্রাইবের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। **কাজের অগ্রগতি ৩৮%**। কনডেম সেল এবং গ্যালোসের (সাব জোন-৩) ফিনিশিং'র কাজ চলমান রয়েছে। **কাজের অগ্রগতি অগ্রগতি ৭৯%।**	১)পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি এখনো কাঙ্খিত পর্যায়ে আসেনি। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে আরো আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর**

		(২) সাব জোন ৪ ও ৫ (জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কারা স্মৃতি জাদুঘর ও জাতীয় চার নেতা স্মৃতি জাদুঘর) এর মাস্টার প্ল্যান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ৩০/০৮/২০২৩ তারিখে অবগত করা হয়েছে এবং তিনি এতে সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনাসমূহ সংশোধিত আরডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	২)পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্পের মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্সের নকশার ভেটিং পরবর্তী কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর**
প্রতিশ্রুতি-১	**সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে কারাগারের কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। (তারিখ-১০.০৪.২০১৬; স্থান: কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা)**	(১) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে কারা অধিদপ্তরের জন্য বিদ্যমান পদের অতিরিক্ত ৬১৬৪টি পদ সৃজনের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে উক্ত পদসমূহ সৃজনে সম্মতি প্রদানের জন্য ০৪/১২/২০২৩ তারিখে অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে ২৮/১২/২০২৩ তারিখে অর্থ বিভাগে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	১) অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে প্রস্তাবিত জনবলের পদ সৃজন এবং যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডইভুক্তকরণের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর**
প্রতিশ্রুতি-২	**কেরাণীগঞ্জে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সর্বসাধারণের জন্য ২০০-২৫০ শয্যার হাসপাতাল স্থাপন করতে হবে। (তারিখ-১০.০৪.২০১৬ স্থান: কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা)**	(১) প্রকল্পের মাস্টারপ্ল্যান ও ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ০২/০৮/২০২৩ তারিখে স্থাপত্য অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	১)২০০-২৫০ শয্যার কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল নির্মাণের লক্ষ্যে দ্রুত ডিপিপি প্রণয়ন কাজ সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর**
প্রতিশ্রুতি-৩	**কারাগারে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অত্যাধুনিকীকরণ করা হবে। (তারিখ-১০.০৪.২০১৬; স্থানঃ কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা)**	(১) একই ধরণের ২টি ভিন্ন প্রকল্প (রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের জন্য-১টি এবং খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগের জন্য-১টি) গ্রহণের নিমিত্ত দুইটি পৃথক ডিপিপি প্রনয়ণের জন্য ২০/১২/২০২২ তারিখ গণপূর্ত অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে ১৭/৮/২০২৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে একটি তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় সিসিটিভি মনিটরিং কক্ষ নির্মাণের জন্য প্রাথমিক স্থাপত্য নকশা অনুমোদন করে ০১/১১/২০২৩ তারিখে স্থাপত্য অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	১) গণপূর্ত ও স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর**

প্রতিশ্রুতি-৪	**কারা কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দূরীকরণে মর্যাদার সামঞ্জস্য খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।**	(১) ইউনিফর্মড ১০ স্তরের ১৬ ক্যাটাগরি পদের এবং নন-ইউনিফর্মড ৭ স্তরের ১২ ক্যাটাগরি পদের বেতনগ্রেড উন্নীত করার সংশোধিত প্রস্তাবনা ০৩/০১/২০২৪ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ২)কারা মহাপরিদর্শক পদের পদমর্যাদা ও বেতনগ্রেড ২ থেকে ১ এ উন্নীতকরণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কারা অধিদপ্তর হতে ১৮/১/২০২৩ তারিখে প্রস্তাব এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	১)কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতনগ্রেড ও পদমর্যাদা উন্নীতকরণের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**

৫। বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর : বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সভাকে জানান, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৭টি নির্দেশনা আছে। তন্মধ্যে ৫টি বাস্তবায়িত **(বাস্তবায়নের হার ৭১.৪৩%)**। অবশিষ্ট ২টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপে উল্লেখ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
নির্দেশনা-১	**(ক) বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ করা হবে।** **(খ) ই-পাসপোর্ট ও ই-গেইট কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।** **(গ) ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) চালু করা হবে।** **(তারিখ: ২০.০১.২০১৯-স্থান : সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	(১) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণের জন্য শেরে বাংলা নগরস্থ প্রশাসনিক এলাকার প্লট নম্বর এফ-১৪/বি এর ০.১৬৫ একর জমি বরাদ্দ প্রদান করে এবং ১১/১০/২০২১ তারিখে অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়। প্রধান কার্যালয় নির্মাণের জন্য জায়গাটি অপ্রতুল হওয়ায় পার্শ্ববর্তী প্লট নং এফ-১৪/বি এর পাশ্ববর্তী এফ ১৪/এ/১ নম্বর প্লটের ১০ কাঠা জমি বরাদ্দের জন্য আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৯/১১/ ২০২৩ তারিখে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের অনুকূলে বরাদ্দ পাওয়ার বিষয়ে নিশ্চয়তা পাওয়া গিয়েছে। তবে আনুষ্ঠানিক পত্র এখনও পাওয়া যায়নি। তাছাড়া বিভাগীয় অফিস আগারগাঁও, ঢাকা এবং প্রধান কার্যালয়ের মধ্যবর্তী স্থানে খালি জায়গায় দ্বিতল স্টিল স্ট্রাকচার নির্মাণকাজ চলমান আছে।	(১) বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের ভবন নির্মাণের জন্য গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান**
		(২) বিদেশস্থ ৮০টি বাংলাদেশ মিশনের মধ্যে ৪১টি বাংলাদেশ মিশনে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।	২)বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসীদের জন্য ই-পাসপোর্ট চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**

		(৩) ই-টিপি বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে DG Infotech Ltd চূড়ান্ত নমুনা কপি দাখিল করেছে যা যথাযথ হয়নি। এ বিষয়ে DG Infotech Ltd পত্র দেওয়া হয়েছে। জিটুজি পদ্ধতিতে সংযুক্ত আরব আমিরাতে ফুজায়রাহ সরকারের প্রতিষ্ঠান Emirates Technology Solutions LCC (ETEK) এবং এর কারিগরি সহযোগী প্রতিষ্ঠান Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiques (SITA) নিকট হতে রাজস্বখাতে সরাসরি ক্রয় প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে ই-ভিসা প্রবর্তনের কার্যক্রম বাস্তবায়নে নীতিগত অনুমোদন গ্রহণের নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কিত মন্ত্রিসভা কমিটির নিকট ১০/০১/২০২৪ তারিখে প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হয়েছে।	(৩) ই-টিপি সংক্রান্ত কার্যক্রম ৩১ মে ২০২৪ এর মধ্যে শেষ করতে হবে এবং ই-ভিসা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান**
নির্দেশনা-২	**বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। (তারিখ-২০.০১.২০১৯; স্থান-সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)**	(১) অর্থ বিভাগ হতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ভূমি অধিগ্রহণে অর্থ ব্যয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্প হিসেবে ডিপিপি প্রণয়নের জন্য অধিদপ্তর হতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।	১)প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে : মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান**

সভাপতি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনাসমুহ যথাযময়ে সুচারুরূপে বাস্তবায়নে সকলকে আরও আন্তরিকতা, দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে। ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। পরিশেষে সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী
সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০১৪.৩৪.০০২.২২.১৫০

তারিখ: ১৬ মাঘ ১৪৩০
৩০ জানুয়ারি ২০২৪

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সকল কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

২) অধিদপ্তর প্রধান (সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ

মুহাম্মদ শহিদ উল্লাহ
উপসচিব